জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি সম্পর্কে দু-চার কথা

রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শীর্ষস্তর জেলা পরিষদের কর্মকান্ডে স্থায়ী সমিতিগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা পালনের জন্য স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্যদের জানা দরকার সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিয়মকানুনের রূপরেখা। একই সঙ্গে বোঝা দরকার সরকারী কর্মসূচীগুলিকে কিভাবে সঠিক গ্রামোন্নয়নের উপযোগী করে এলাকাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সকল স্থায়ী সমিতির ব্যবহার-উপযোগী করে প্রকাশ করা হোল ‘‘জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি সম্পর্কে দু-চার কথা’’। এই পুস্তিকাটি মহকুমা পরিষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

যাদের কথা মাথায় রেখে এই প্রয়াস, এটি তাদের প্রয়োজনে এলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার অধিকর্তা ও তার সহকর্মীদের ধন্যবাদ।

সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

১/ স্থায়ী সমিতির গঠন, ক্ষমতা কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

২/ স্থায়ী সমিতির সভা

৩/ কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য

ইস্তফা ও অপসারণ

৪/ স্থায়ী সমিতি ও আধিকারিক বৃন্দ

৫/ সমন্বয় সমিতি ও স্থায়ী সমিতি

৬/ কাজের পদ্ধতি ও মূল সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক

প্র থ ম   অ ধ্যা য়

স্থায়ী সমিতির গঠন কর্তব্য ও দায়িত্ব

'পঞ্চজনা' - একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রামের কাজ করবেন - এই ধারণা থেকেই উৎপত্তি পঞ্চায়েতের। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সুপারিশ আর আলাপ - আলোচনার সূত্র ধরে তৈরী করা হল পঃ বঃ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩। এরপর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পেল সংবিধানিক স্বীকৃতি। এছাড়াও, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি এবং পদাধিকারীদের জন্য আসন সংরক্ষন, পাচঁ বছর অন্তর নির্বাচন, নির্বাচক-নির্বাচিতের সজীব সম্পর্ক রক্ষার জন্য গ্রাম সভার ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও আর্থিক সক্ষমতা দেওয়ার কথাও বলা হলো এখানে। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রটি একটু আলাদা। ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুনে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল এ রাজ্যে তারপর প্রতি ৫ বছয় অন্তর নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আর পঞ্চায়েতের হাতে রয়েছে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করার ক্ষমতা। প্রতিনিধিদের আসন সংরক্ষন শুরু হয়েছে ১৯৯৩ সালের নির্বাচন থেকেই আর গ্রামের মানুষের সংগঠিত ইচ্ছাকে গ্রাম সভার ওপরেও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিফলিত করার জন্য সর্বনিম্ন নির্বাচন এলকার মানুষদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে গ্রাম সংসদ।

বৃহত্তম সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থেই পঞ্চায়েতের কাজ, দিনে দিনে যার পরিধি গেছে বেড়ে। আর পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর জেলা পরিষদে'র ওপর পরিকল্পনা রূপায়নের দায়িত্ব তো রয়েইছে, পরিকল্পনা প্রণয়ন আর জেলার উন্নয়নের দিশা এবং চরিত্র ঠিক করাও তার কাজের মধ্যেই পড়ে। তাই 'ইচ্ছাধীন' 'ন্যস্ত' আর 'অবশ্যপালনীয়' কাজগুলির বিরাট দায়িত্বকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সুষ্ঠ এবং সুচারুভাবে পালন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে কিছু ছোট ছোট কমিটি বা 'সমিতি', এই সমিতিগুলিকেই নাম দেওয়া হয়েছে স্থায়ী সমিতি। জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত করেন স্থায়ী সমিতির সদস্যদের আর তাঁদের সঙ্গে থাকেন মনোনীত কিছু আধিকারিক। জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজগুলিকে, বিষয়গতভাবে ছোট ছোট ভাগে ফেলে এক একটি স্থায়ী সমিতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে যাতে করে এই স্থায়ী সমিতির সদস্যরা বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা আর আলোচনা করে মূল সংস্থার কাছে একটি আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা পেশ করতে পারেন। এবং সার্থকভাবে তা রূপায়ন করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে পরিকল্পনা প্রনয়ন ও রুপায়নের শরিক শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নন - এর শরিক সমস্ত মানুষ। উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংগঠিত সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলনেই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার শুভ বিন্যাস শুরু করা যায়।

স্থায়ী সমিতির গঠন :- আগেই বলা হয়েছে যে জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজগুলিকে বিষয়গতভাবে ভাগ করে এক একটি স্থায়ী সমিতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি দশটি। সমিতিগুলি হল :-

১। অর্থ, সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি।
২। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি।
৩। পূর্ত-কার্য্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি।
৪। কৃষি-সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি।
৫। শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি।
৬। শিশু-ও নারী উন্নয়ন জনকল্যান ও ত্রান স্থায়ী সমিতি।
৭। বন-ও-ভুমি স্থায়ী সমিতি।
৮। মংস ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি।
৯। খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি।

১০। ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি ।

এছড়াও জেলা পরিষদ রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে দরকারমতো আরো স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারে ।

প্রতিটি স্থায়ী সমিতির ন্যুনতম ৩ জন এবং অধিকতম ৫ জন সদস্য হবেন । জেলা পরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে এই সদস্যদের নির্বাচিত করবেন । সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি প্রতিটি স্থায়ী সমিতির সদস্য থাকবেন পদাধিকারবলে, কিন্তু আর কোনও সদস্য দুটি স্থায়ী সমিতির বেশী অন্য কোন স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারবেন না , জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিতে ঠিক কতজন সদস্য থাকবেন তা ঠিক করার একটা বুড়ো-আঙ্গুলে সূত্র রয়েছে । সূত্রটি এরকম :

জেলা পরিষদের পদাধিকার বলে সদস্যসহ মোট সদস্য সংখ্যা ৩০ বা তার কম হলে স্থায়ী সমিতির, সদস্য হবেন ৩ জন, ৩১ থেকে ৬০ জন সদস্য হলে হবেন ৮ জন, আর ৬১ বা তার বেশী মোট সদস্য হলে, স্থায়ী সমিতির সদস্য হবেন ৫ জন । এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন করপোরেশনের আধিকারিক দের বা প্রয়োজনে কোন বিশেষজ্ঞ রাজ্য সরকারের নির্দেশবলে স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারেন ।

তবে এই সমস্ত ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ নিলেও সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ভোটে যোগ দেবেন না ।

স্থায়ী সমিতির নেতাকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হয় । কোন স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে কর্মাধক্ষ্য নির্বাচন করবেন । খেয়াল রাখতে হবে -

১। স্থায়ী সমিতির পদাধিকার বলে সদস্য বা কোন আধিকারিক বা বিশেষঞ্জ কর্মাধ্যক্ষ হতে পারবেন না, এবং

২। অর্থ-সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সব সময়ই জেলা পরিষদের সভাধিপতিই হবেন । একজন স্থায়ী সমিতির সদস্য তাঁর সদস্যপদের কার্যকাল পর্যন্ত স্থায়ী সমিতির সদস্য থাকতে পারবেন, তবে তিনি যদি স্থায়ী সমিতির সদস্যপদে ইস্তফা দেন তাহলে তিনি আর ঐ স্থায়ী সমিতির সদস্য থাকতে পারছেন না ।

জেলা পরিষদের সচিব সাধারণ ভাবে সব স্থায়ী সমিতির সচিব হিসেবে কাজ করবেন । তবে এ বিষয়ের দুটি ব্যত্যয় রয়েছে । স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদস্য বা পদাধিকার বলে সদস্যরা মনে করলে কর্মাধ্যক্ষ দ্বারা নির্দিষ্ট পন্থায় ঐ স্থায়ী সমিতির সংঙ্গে যুক্ত আধিকারিক বা বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে কোন একজনকে সচিব হিসেবে বেছে নিতে পারেন । এছাড়াও জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক জেলা পরিষদের উপসচিব কে বা একাধিক স্থায়ী সমিতির সচিব হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিতে পারেন ।

স্থায়ী সমিতির দায়িত্ব :-

স্থায়ী সমিতিরগুলির কাজকর্মের পরিধি নিয়ে আলোচনা আগে একটা জিনিষ জানা দরকার । মূল সংস্থা অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা পরিষদের অর্ন্তভুক্ত এই সমিতিগুলিকে জেলা পরিষদের দেওয়া মূল নির্দেশিকার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে, এবং জেলা পরিষদের কাঁধে যে বিভিন্ন দায়িত্ব / কর্তব্য রয়েছে সেগুলোকে গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রককল্পের সুফল কি করে মানুষের কাছে আরো বেশী করে নিয়ে যাওয়া যায় তার রূপরেখা তৈরী করতে হবে । মনে রাখতে হবে জেলা পরিষদের কাজগুলিই স্থায়ী সমিতির কাজ এবং জেলার উন্নয়নের দিকনির্দেশ করবে যৌথভাবে জেলা পরিষদ নেতৃত্ব । স্থায়ী সমিতির ভাবনা চিন্তা, আলাপ-আলোচনা কে সেখানে গুরুত্ব দিতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু জেলা পরিষদকে এড়িয়ে গিয়ে স্থায়ী সমিতির অস্তিত্ব থাকতে পারে না । আবার অন্য ভাবে দেখতে গেলে স্থায়ী সমিতিকে এড়িয়ে জেলা পরিষদ কিন্তু কোন কাজ করতে পারবে না । অবশ্য বিশেষক্ষেত্রে এর একটি

ব্যতিক্রম রয়েছে । কোন আকস্মিক কারণে বা বিশেষ পরিপ্রেক্ষেতে সভাধিপতিকে একক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে । এরকম ক্ষেত্রে, পরবর্তী সুযোগ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা উচিত । ঐ আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে একক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিত তো বোঝানো যাবেই, যৌথ দায়বদ্ধতার পরিমন্ডলও বাস্তবায়িত হবে । আলোচনার পরে ঐ বিষয়ে ভাবিষ্যত কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হবে । যেহেতু সভাধিপতি সমস্ত স্থায়ী সমিতির সদস্য এ বিষয়ে আলোচনার কোন অসুবিধা থাকার কথা নয় । ক্ষমতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই এর প্রয়োগ করতে হবে । বস্তুত ঃ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল ধারাটি যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে । স্বচ্ছ সংবেদনশীল এবং সক্ষম প্রশাসন গড়তে গেলে যৌথ দায়বদ্ধতা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সূত্রগুলিকে যে মনে রাখতে হবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা সাধারণ ভাবে সমগ্র পঞ্চায়েত আইনের-১৬৫ (ঙ) এবং ১৭২ (৫/ঘ) ধারায় বিদ্ধৃত রয়েছে ।

সাধারণ ভাবে জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি নীচে দেওয়া হলো । এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলিকে দরকারী নির্দেশ বা তদারকী করতে পারবে জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলি ।

	স্থায়ী সমিতির নাম	**বিষয়**
১/	অর্থ-সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির	১) আর্থিক বিষয়সমূহ ২) হিসাব রক্ষন ৩) বাজেট ৪) নিরীক্ষা ৫) জেলা পরিষদ মহকুমা পরিষদের প্রশাসনিক বিষয়, কর্মচারী সংক্রান্ত ৬) বিভিন্ন বিভাগের চালু প্রকল্পগুলির সমন্বয় এবং তদারকি ৭) স্বর্নজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা ৮) স্বল্প সঞ্চয় ৯) পরিকল্পনা তৈরি ১০) সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ১১) ফেরি, সেতু ইত্যাদির অভিকর
২/	জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি	১) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় ২) হাসপাতালের ব্যবস্থা সমূহ ৩) স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ৪) পানীয় জল সরবরাহ ৫) পুষ্টিবিধান ৬) ডিসপেনসারি প্রাথমিক স্বাস্থ কেন্দ্র এবং ক্লিনিক ৭) পরিবার কল্যাণ ৮) পরিবশ-দুষণ রোধ ৯) সুলভ শৌচাগার
৩/	পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি	১) রাস্তা, সেতু, কালভলর্ট ও ড্রেন নির্মান ২) পঞ্চায়েত সমিতি ও সর্বসাধারণের গৃহনির্মান ৩) পরিবহন ব্যস্থার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা । এছাড়াওএস.জি.আর.ওয়াই, একদশ অর্থ কমিশন, ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রভৃতি প্রকল্প ।

৪/	কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	১) কৃষি সংক্রান্ত বিষয় ২) কৃষি-শিল্প সংক্রান্ত ৩) সেচ ও ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা ৪) ভূমি সংরক্ষন ৫) ফলমূলের বাগান ৬) কৃষি-পন্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ৭) সমবায় ৮) জলাধার পরিচালনা ৯) নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ১০) কৃষি ঋণ ১১) জলবিভাজিকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার রুপায়ন ১২) কৃষি পেনসন ১৩) ভূমিহীন মজুরের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (প্রফলাল)
৫/	শিক্ষা-সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি	১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ২) বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষা ৩) ছাত্র-কল্যাণ ৪) ক্রীড়া ৫) যুব-কল্যাণ ৬) তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর পরিচালিত কর্মসূচী ৭) শিশু-শিক্ষা কর্মসূচী ৮) আর্থ-সামাজিক উন্নয়েনের ক্ষেত্রে হিসাব রাখা এবং তা সম্প্রচার করা ৯) বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও শৌচাগার ১০) ডি.পি.ই.পি. ১১) সর্ব শিক্ষা অভিযান ১২) গ্রন্থাগার
৬/	নারী শিশু বিকাশ জনকল্যাণ ও ত্রান স্থায়ী সমিতি **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-** সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতিতে যতদূর সম্ভব মহিলা সদস্য বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় । এছাড়াও আদিবাসীও তপঃ জাতির সদস্যর প্রতিনিধিত্ব থাকাও উচিত। এই সথায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদেও একজন মহিলা থাকলে কাজের সুবিধে হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।	১) নারী ও শিশু উন্নয়ন ২) শিশু শ্রমিক প্রতিরোধ ৩) সমাজ-কল্যান ৪) তপঃজাতি-আদিবাসি কল্যাণ ৫) অন্যান্য দুর্বল শ্রেনীর কল্যাণ ৬) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ৭) ত্রান ৮) সমাজ-কল্যাণ বিভাগের প্রদেয় ভাতা সমূহ।

৭/	বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি	১) সরকারী জমি বন্টন ২) ভূমি সংস্কার কর্মসূচী ৩) বনসৃজন ৪) কৃষি-বনসৃজন ৫) জ্বালানী ও পশু খাদ্য চাষের উন্নয়ন ৬) বনসম্পদ রক্ষা ৭) পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা ৮) ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত মামলার তদারকি
৮/	মৎস ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ-স্থায়ী সমিতি	১) মৎস চাষ ২) প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও চিকিৎসা ৩) মৎস-চাষীদের উন্নতিকল্পে প্রকল্প যেমন পেনসন, গৃহনির্মান ইত্যাদি ।
৯/	খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি	১) রেশনিং ব্যবস্থা ২) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ
১০/	ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি	১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ২) হস্তচালিত তাঁত ৩) গ্রামীন চিরন্তনী শিল্প ৪) খাদি ও রেশম শিল্প ৬) স্বনিযুক্তি ও কারিগরী প্রশিক্ষন ৭) গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ, শক্তির উৎস ও ব্যবহার ৮) বিদ্যুৎ সরবরাহ ৯) আচিরাচরিত শক্তির উৎস ও ব্যবহার ১০) বিদ্যুৎ বিল, মিটার সংক্রান্ত ব্যাপার ১১) বে-আইনি বিদ্যুৎ সংযোগ ও এই সংক্রান্ত বিষয় ১২) সেচ প্রকল্পগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ঃ-

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রটি একটু অন্যরকম। অন্য জেলা-পরিষদগুলিতে যেমন দশটি স্থায়ী সমিতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে মোট ৬ যটি স্থায়ী সমিতি। মহকুমা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কাজের পরিধি ঠিক করে নেওয়া হবে স্থায়ী সমিতির আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলি হল :-

১. অর্থ-সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি
২. পূর্ত-কার্য-পরিবহন, জনস্বাস্থ্য-ও-পরিবেশ স্থায়ী সমিতি
৩. কৃষি সেচ সমবায়, ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ-ও-অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি
৪. শিক্ষা-সংস্কৃতি-তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি
৫. বন-ও-ভূমি সংস্কার এবং মৎস-ও-প্রানী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি
৬. খাদ্য ও সরবরাহ ত্রান ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি

এখানে আমরা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কাজের পরিধি বা এক্তিয়ার নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করলাম। সময়ে সময়ে সরকার থেকে কিছু নতুন প্রকল্প বা পুরোনো প্রকল্পগুলির রূপরেখা কিছু বদল করে নতুন ভাবে পরিবেশিত হয়। প্রকল্পগুলির বিষয় নির্দ্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতিকে রূপায়নের দায়িত্ব সমন্বয় সমিতিতে আলোচনা করে অর্পন করা হয়। মূল চিন্তাধারা হল, কাজে স্বচ্ছতা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আনা। এই লক্ষ্যে অবিচল থাকলে কাজে অসুবিধা হবার কথা নয়।

স্থায়ী সমিতির ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ-

গান আমরা সবাই শুনেছি। যে কোন একটি গানকে সার্থক হয়ে উঠতে গেলে অন্য সবের সাথে গানের সরগম ঠিক রাখতে হয়। সুরের এদিক-ওদিক হয়ে গেলে গান আর গান থাকে না - হয় চিৎকার, কোলাহল। আবার গান এবং সরগম একে অপরে সম্পৃক্ত - এককে বাদ দিয়ে অন্যকে চিন্তা করা অবান্তর। তেমনিই জেলা / মহকুমা পরিষদের কাজের সরগম হচ্ছে এই স্থায়ী সমিতিগুলি, যদিও জেলা পরিষদের মূল কাঠামোর মধ্যে কাজ করবে স্থায়ী সমিতিগুলি, দুজনের পারস্পরিক সমানুকম্পার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল থাকার প্রতীতি - উন্নতর এবং বৃহত্তর লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথ হবে প্রশস্ত। এই ভাবধারতেই স্থায়ী সমিতির ক্ষমতা ও কর্তব্য'র মূল বিষয়টি আমরা এবার আলোচনা করব ঃ-

১. প্রতিটি স্থায়ী সমিতি তার এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে জেলা পরিষদের বেঁধে দেওয়া আর্থিক ক্ষমতার মধ্য আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। জেলা পরিষদের সাধারণ সভা স্থায়ী সমিতিকে কোন নির্দেশ বা দায়িত্ব দিলে স্থায়ী সমিতি তা বিচার করে পালন করবে। সংশ্লিষ্ট কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগে স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্তগুলি জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় আলোচনা ও পাশ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ হবে।

২. জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেটে কোন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে যে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা থাকবে সাধারণভাবে সেই স্থায়ী সমিতি ঐ আথির্ক সীমার মধ্যে কাজ করবে। এই বাজেট বরাদ্দের বাইরে কোন প্রকল্প হাতে নিতে গেলে, অর্থ-সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কাছে বাজেট বাড়ানোর অনুমোদন নিতে হবে। পরে অর্থ-সংস্থা স্থায়ী সমিতির অনুপূরক বাজেট জেলা পরিষদে পেশ করবেন। এছাড়াও স্থায়ী সমিতির কাজ শুরুর আগে যথাবিহিত অর্থের সংস্থান তহবিলে আছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত।

৩. এছাড়াও স্থায়ী সমিতি কেন্দ্র / রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট প্রকল্প রুপায়ন করতে গেলে সেই কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট আথির্ক নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করবে । আর জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে যদি কাজ করার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে জেলা পরিষদের নির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে । স্থায়ী সমিতির প্রশাসনিক এবং আর্থিক অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী আধিকারিকের পক্ষে সাধারনভাবে কোন প্রকল্পের কাজ শুরু করা যুক্তিযুক্ত নয় ।

৪. জেলা পরিষদের কাছে যে অর্থ বন্টিত হয়, তার কর্মপরিকল্পনা করবেন স্থায়ী সমিতি । এই কর্মপরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে 'অর্থ' স্থায়ী সমিতির আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ ও জেলা পরিষদের সামগ্রিক নির্দেশের কথা খেয়াল রেখে কাজ করবে স্থায়ী সমিতি

৫. স্থায়ী সমিতি প্রতি তিনমাস অন্তর জেলা পরিষদের সাধারন সভার বিবেচনার জন্য একটি ত্রৈমাসিক কাজের হিসাব ও অর্থ খরচের হিসাব দেবে । এই খরচের হিসাবটি 'অর্থ' স্থায়ী সমিতিকেও দিতে হবে পর্য্যালোচনার জন্য ।

অর্থ-সংস্থা-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির বিশেষ দায়িত্ব

অর্থ-সংস্থা-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কথা বিশেষ ভাবে একটু বলতেই হয় । জেলা পরিষদের আর্থিক নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রশাসনিক কিছু দায় দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে এই স্থায়ী সমিতির উপর । সংক্ষেপে এই স্থায়ী সমিতির মূল দায়িত্বগুলি এই রকম ঃ-

১. স্থায়ী সমিতির প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেলা পরিষদের বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট করবেন ।

২. সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির প্রস্তাবের ভিত্তিতে বার্ষিক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করবেন

৩. স্থায়ী সমিতির হাতে নেওয়া প্রকল্পগুলির তহবিলে অর্থের সংস্থান দেখে আর্থিক অনুমোদন দেবেন ।

৪. জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বাড়ানোর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা চিন্তা করবেন ।

৫. জেলা পরিষদের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা করবেন নির্দিষ্ট সময়ে ।

৬. জেলা পরিষদের নিজস্ব আধিকারিক বা কর্মচারীদের বরখাস্ত, অপসারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুপারিশ করে জেলা পরিষদের কাছে পাঠাবেন ।

২০০২ সালের আদেশনামা অনুযায়ী জেলা কাউনসিলের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে অর্থ ইত্যাদি স্থায়ী সমিতির সদস্য ।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সম্পর্ক

জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি । প্রশ্নটা এসেই যায় যে এদের সম্পর্ক কেমন হবে ? পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংস্থাগত সম্পর্ক নিয়ে আইন থাকলেও স্থায়ী সমিতির সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে নির্দিষ্ট ভাবে

কিছু বলা হয় নি। তবে আইনের বিভিন্ন ধারা আলোচনা করলে, এবং পরবর্তীকালে বিভাগ থেকে প্রচলিত বিভিন্ন আদেশনামা বা চিঠিপত্রগুলো দেখলে এদের সম্পর্কের রূপরেখা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়।

পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩'র১৬৩ নং ধারায়া জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সংস্থাগত ভাবে সম্পর্ক কিরকম হবে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। জেলা পরিষদ যে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতর কাজকর্মের সাধারণ ভাবে তদারকী (supervision) করবেন তা ঐ আইনে উল্লেখ রয়েছে। এদিকে পরবর্তী কালে পঞ্চায়েত বিভাগ থিকে স্মারক নং ১৩০/I/পঞ্চ/২এ-১/৮৫ তাং ১৯/১/৯৪ জারি করে বিদ্যুৎ-ও-অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কার্যাবলী নিরূপণ করা হয় সেখানে পরিস্কার ভাবে বলে দেওয়া হয় যে জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতি পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ স্থায়ী সমিতির কাজকর্ম দেখাশোনা এবং পরিধারণ (supervise & monitor) করতে পারবে, এছাড়াও কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে মতান্তর দেখা দিলে জেলা পরিষদ স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্তই কার্য্যকরী হবে।

সবদিক বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট যে জেলার সামগ্রিক উন্নয়নেয় প্রেক্ষাপটেই জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং এটাই কাম্য কারণ জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির পক্ষে গোটা জেলার চালচিত্রটি নজর রাখা যতটা সম্ভব, কোন একটি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে তা নয়। তবে এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, দেখাশোনা এবং পরামর্শের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার নীতির ওপর ভিত্তি করে যে আবহমণ্ডল গড়ে উঠেছে তা অনুসরণ করেই এ সূত্রে কাজকর্ম পরিচালিত করা উচিত।

কাজেই এই আদেশগুলি পর্য্যালচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আইন প্রণেতারা এর মধ্যে দিয়ে অন্যান্য স্থায়ী সমিতিগুলির ক্ষেত্রেও আদর্শ সম্পর্ক কি হবে তার একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন। তা ছাড়া আইনে প্রতিটি স্তরকে স্বায়ত্ব শাসিত সরকারের একক হিসাবে বলা হলেও এ রাজ্যের পঞ্চায়েত পরিচালানার পরমপবায় তিনট স্তরই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে কাজকর্ম করে এসেছে। বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্যও তাই। কাজেই প্রয়োজনে জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষকেও ডেকে নিতে হবে। এতে পরস্পরের সম্পর্ক শুধু নিবিড় হবে না, কাজে গতি আসবে। জেলা কি চায় তা বারবার আলাদা করে পঞ্চায়েত সমিতিকে বুঝিয়ে বলতে বা লিখে জানাতে হবে না।

যে কোন একটি জেলার প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের দায়িত্ব উন্নয়নের কাঠামো এবং চরিত্র ঠিক করা। উন্নয়ন পরিকল্পনার দিশা নির্দিষ্ট করা। সামগ্রিক জেলার স্বার্থের কথা জেলা পরিষদকে চিন্তা করতে হবে। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি কিন্তু স্থায়ী সমিতিকেও খেয়াল রাখতে হবে কাজ করার সময়ে।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

স্থায়ী সমিতির সভা ও সমন্বয় সমিতি

স্থায়ী সমিতির সভা ঃ

পঞ্চায়েত আইনের ১৭১ ও ১৭২ ধারা এবং জেলা পরিষদ নিয়মাবলী ৬৪'র ৬৬ থেকে ৭৩, ২০২ থেকে ২১৬ ও ২১৮ নিয়ম সমুয়োচিত কিছু পরিবর্তনসহ স্থায়ী সমিতির সভা সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে । স্থায়ী সমিতির সভা হবে মাসে অন্ততঃ একবার । জেলা পরিষদের দপ্তর বাড়ীতে স্থায়ী সমিতির সভা হবে । কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে স্থায়ী সমিতির সচিব স্থায়ী সমিতির সভার আলোচ্যসূচী স্থির করবেন । কর্মাধ্যক্ষ সেই সঙ্গে সভার তারিখ এবং সময় স্থির করবেন ।

কোন কারণে কর্মাধ্যক্ষ সভা আহ্বান করতে না পারলে সভাধিপতি সভা আহ্বান করবেন । তবে সভাধিপতি পরপর তিনটির বেশী সভা আহ্বান করতে পারবেন না ।

স্থায়ী সমিতির সচিব স্থায়ী সমিতির সভার নোটিশ তার স্বাক্ষরে পাঠাতে পারেন । সাধারণভাবে সাতদিনের নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে । কিন্তু জরুরী সভা তিনদিনের নোটিশে ডাকা যাবে । জরুরী সভায় একটি বিষয়েই আলোচনা করা যাবে ।

স্থায়ী সমিতির নির্বাচিত সদদ্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থায়ী সমিতির তলবী সভা ডাকার জন্য কর্মাধ্যক্ষকে নোটিশ দিলে, কর্মাধ্যক্ষ অবশ্যই সাতদিনের নোটিশ দিয়ে সভা আহ্বান করবেন । তলবী সভায় একটি মাত্র বিষয়ই আলোচনা করা যাবে ।

নির্বাচিত সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সভায় উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম্ হবে । যদি কোরাম্ না হয় তাহলে সভা মুলতুবী হবে । মুলতুবী সভার জন্য কোন কোরাম লাগবে না ।

কর্মাধ্যক্ষ স্থায়ী সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করবেন । কর্মাধ্যক্ষ উপস্থিত না থাকলে কভায় একজন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করে সভা করা যাবে । স্থায়ী সমিতির যে সব সদস্য সরকারের নিযুক্ত, স্থায়ী সমিতির সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না । কিন্তু তারা

তাদের মতামত দেবেন ও তা লিপিবদ্ধ করাতে পারবেন । স্থায়ী সমিতির সভার সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদের অবগতির জন্য জেলা পরিষদের সভায় পেশ করতে হবে । পরবর্তীকালে জেলা পরিষদের সাধারণ-সভায় যদি স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কোন সিদ্ধান্ত হয় তাহলে স্থায়ী সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মেনে কাজ করবে । প্রতিটি স্থায়ী সমিতির সভার সিদ্ধান্ত সমুহ এই সভার শেষে পাঠ করে সদস্যদের অবহিত করা যেতে পারে এবং পরবর্ত্তী সভায় তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে । জেলা পরিষদ থেকে অথবা জেলা পরিষদের পক্ষে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি থেকে বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির জন্য যে আর্থিক সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হবে, স্থায়ী সমিতি তার মধ্যে প্রকল্প বচনা ও রূপায়ন করবে । মনে রাখা দরকার যে এই আর্থিক সীমারেখা কখনোই বাজেট বরাদ্দের সীমারেখা অতিক্রম করবে না ।

প্রতিটি স্থায়ী সমিতি তার নিজ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে, কিন্তু স্থায়ী সমিতিতে আর্থিক বিষয়ের গৃহীত সিধান্তগুলি অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে । স্থায়ী সমিতি যেমন জেলা পরিষদের যে সব কাজ বা প্রকল্প সেই স্থায়ী সমিতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলি যথাযোগ্য সম্পাদন করবে, সেই সেঙ্গে তার কাজের পরিধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারী আধিকারিকের উপর ন্যস্ত কাজ বা প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মতামত দিতে পারবে । বিশেষ করে যেখানে স্থানীয় এলাকার সম্যক পরিচিতির ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন, উপভোক্তা বা স্থানীয় কর্মী চিহ্নিতকরন ইত্যাদি জড়িত আছে সেখানে স্থায়ী সমিতি তার মতামত দেবে । এই মতামত জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিককেও জানান যেতে পারে । যেহেতু জেলাস্তরের সংশ্লিষ্ট সকল আধিকারিকই সেই স্থায়ী সমিতির রাজ্য সরকার নিযুক্ত সদস্য, উদ্দিষ্ট বিষয়ে কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই ।

স্থায়ী সমিতি প্রতি তিনমাস অন্তর জেলা পরিষদের সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য একটি ত্রৈমাসিক কাজের হিসাব ও অর্থ খরচের হিসাব দেবে । ত্রৈমাসিক খরচের হিসাব সেই সঙ্গে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিকেও দিতে হবে ।

সমন্বয় সমিতি ও স্থায়ী সমিতি

১৭৪ ক ধারায় সমন্বয় সমিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে ।

সমন্বয় সমিতি সভা হবে মাসে অন্ততঃ একবার ।

সমন্বয় সমিতির সভা জেলা পরিষদের সচিব সভাধিপতির সঙ্গে আলোচনা করে আহ্বান করবেন । সাতদিনের নোটিশ দিয়ে এই সভা আহ্বান করতে হবে ।

সমন্বয় সমিতি বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির কাজের কধ্যে বা কোন স্থায়ী সমিতি ও জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে । জেলা পরিষদের কাজগুলি প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থায়ী সমিতি যাতে যৌথভাবে সম্পন্ন করতে পারে তা নিয়ে এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে । কোন একটি কর্মসূচী বা প্রকল্প কোন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভূক্ত হওয়া উচিত তাই নিয়ে মতদ্বৈধ হলে সমন্বয় সমিতির সভায় বিষয়টি আলোচিত, সিদ্ধান্ত হবে । জেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতিকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় বা যে কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় সেগুলি তদারকির দায়িত্ব সমন্বয় সমিতির উপর ন্যস্ত । অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, যে কোন বিষয়েই জেলা পরিষদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সবার উপরে প্রযোজ্য হবে । এই প্রসঙ্গে উল্ল্যেখ করা দরকার যে জেলা পরিষদের বাজেট ও এই সভায় আলোচনা করতে হবে । সমন্বয় সমিতি প্রয়োজন বাজেটের পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করতে পারে ।

সমন্বয় সমিতি গঠন

নিম্নলিখিত সদস্য গণকে নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয় ।

সভাধিপতি
সহকারি সভাধিপতি
সকল স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ
জেলা নির্বাহী আধিকারিক
জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক

সমন্বয় সমিতি কাজের সুবিধার জন্য প্রয়োজন মত সরকারি আধিকারিকদের সভায় উপস্থিত থাকতে বলা যেতে পারে ।

তৃ তী য়   অ ধ্যা য়

কর্মাধ্যক্ষর দায়িত্ব ও ক্ষমতা

আগেই বলা হয়েছে যে জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেই স্থায়ী সমিতির নেতা । তাই স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত কাজকর্ম রূপায়নে পরিকল্পনা তৈরী করায় এবং জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থায়ী সমিতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার দায়িত্ব কর্মাধ্যক্ষের উপর বর্তায় । তবে অবশ্যি খেয়াল রাখতে হবে যে স্থায়ী সমিতি কিন্তু জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিযেদের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে - পঞ্চায়েতের যৌথ দায়বদ্ধতার লক্ষ্য পূরণ হবে একে অপরের সঙ্গে সামনঞ্জস্যপূর্ন আচরণ করলে, তবেই ।

পঃবঃ পঞ্চায়েত আইনের ১৭২ নং ধারায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্যাপারটি বলা রয়েছে । গোড়ায় বলে নেওয়া ভালো যে কর্মাধ্যক্ষের জেলা পরিষদের অন্য আধিকারীকদের মতো সবসময়ের কর্মী হতে হবে অর্থাৎ যে সময়ের জন্য একজন কর্মাধ্যক্ষ র্নিবাচিত হবেন সেই সময়ে তিনি অন্য কোন চাকুরী বা ব্যবসায় নিযুক্ত থাকতে পারবেন না । উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভেবেই, রাজ্যসরকার এই বিধানটি চালু করেছেন । কর্মাধ্যক্ষ পদটি কে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা পরিষদের সামগ্রিক চালচিত্রে তাও এই আইন থেকে পরিষ্কার ।

কর্মাধ্যক্ষের অন্যান্য দায়িত্বগুলি হল :-

১/ যে কোন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত কাজ বা প্রকল্পগুলি রূপায়িত করা বা তার প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতি কর্মাধ্যক্ষের নেতৃত্বে অধিবেশনে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন ।

২/ স্থায়ী সমিতির কাজ করতে গিয়ে জেলা পরিষদের কাছ থেকে যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন তিনি চেয়ে নিতে পারেন । সংশ্লিষ্ট যে কোন সম্পত্তি বা কাজ তিনি পরিদর্শন করতে পারেন ।

৩/ স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মাধ্যক্ষকে জেলা পরিষদের যে কোন আধিকারিককে স্থায়ী সমিতির সভায় ডাকতে পারেন ।

৪/ জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকার যদি কর্মাধ্যক্ষকে কোন বিশেষ দায়িত্ব দেন, তিনি সেই দায়িত্ব পালন করবেন এবং সেই বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবেন ।

তাহলে স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলিতি এবং জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন চিত্রে কর্মাধ্যক্ষ যে একটি বিশেষ স্থানে উয়েছেন তা আমরা দেখলাম, এছাড়াও কর্মাধ্যক্ষ ও স্থায়ী সমিতিগুলিকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং দায়বদ্ধ সহমর্মী প্রশাসন গড়ে তোলার ব্যাপারটিতেও যে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাও বেশ বোঝা যায় ।

কর্মাধ্যক্ষর অপসারণ, ইস্তফা

(১) কর্মধ্যক্ষ সভাধিপতির কাছে ইস্তফা পত্র দাখিল করতে পারেন । ঐ ইস্তফা জেলা পরিষদ গ্রহন করলে কর্মাধ্যক্ষর ইস্তফা গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে । সাধারনভাবে একজন কর্মাধ্যক্ষ পাঁচ বছরের জন্য র্নিবাচিত হন, কিন্তু যখন একজন কর্মধ্যক্ষ ইস্তফা দেন বা অন্য কোন কারণে পদটি শুন্য হয়, তাহলে নতুন কর্মধ্যক্ষ যিনি র্নিবাচিত হবেন তিনি বাকি সময়ের জন্য কাজ করবেন ।

(২) কোন কর্মধ্যক্ষ যদি কোন উপার্জনকারী পদি যুক্ত আসীন থাকেন বা কোন ব্যবসা, পেশা বা বৃক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকেন যা তিনি পরিত্যাগ করেন নি এবং রাজ্য সরকারের মতে যা তাঁর বর্তমান কাজের দায়িত্ব পালনের পরিপন্থী, সেক্ষেত্রে শুনানী গ্রহণ করে এবং তা বিচার করে রাজ্য সরকার তাকে অপসারিত করতে পারেন ।

(৩) জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কোন কর্মাধ্যক্ষ (অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত) যদি পর পর তিনমাস তাঁর স্থায়ী সমিতির অধিবাশন ডাকা থেকে বিরত থাকেন তাহলে জেলাশাসক যতাবিহিত কারণ দর্শানোর নোটিশ ও শুনানীর পর ঐ কর্মাধ্যক্ষকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন । এই আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে সংশ্লিষ্ট আপীল করতে পারবেন । বিভাগীয় কমিশনার শুনানীর পর যে রায় দেবেন তা চূড়ান্ত রায় বলে গন্য হবে ।

(৪) স্থায়ী সমিতির বিশেষ ভাবে আহূত সভায় কর্মাধ্যক্ষকে তাঁর পদ থেকে আপসারণ করা যাবে যেখানে মোট ৪ জন স্থায়ী সমিতির জনপ্রতিনিধি সদস্যের মধ্যে তিনজন অপসারণের পক্ষে ভোট দেবেন বা ৪ জনের বেশী জনপ্রতিনিধি সদস্য থাকলে তাঁদের মধ্য থেকে ৪ জন অপসারণের পক্ষে ভোট দিলে স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অপসারিত হবেন ।

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

স্থায়ী সমিতির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকবৃন্দ

জেলা পরিষদের নেতৃত্বে জেলায় যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে, সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুবই দরকার । এসব বিবেচনা করে সরকার বিভিন্নসময়ে নির্দেশনামা প্রকাশ করে বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকে বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির সঙ্গে যুক্ত করেন । এখানো পর্যন্ত স্থায়ী সমিতির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :-

	স্থায়ী সমিতির নাম	সংযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ
১/	অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	১/ জেলাশাসক ও নির্বাহী আধিকারিক ২/ অপর নির্বাহী আধিকারিক ৩/ জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামউন্নয়ন আধিকারিক ৪/ জেলা পিরকল্পনা আধিকারিক ৫/ পরিষদ গ।ন ও নিরীক্ষা আধিকারিক
২/	জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি	১/ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ২/ নির্বাহী বাস্তুকার বা সহ-বাস্তুকার (পি.এইচ.ই) ৩/ উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক -IIএবং III ৪/ জেলা পি.এইচ.এন আধিকারিক
৩/	পূর্ত-কার্য্য ও পিরবহণ স্থায়ী সমিতি	১/ অপর নির্বাহী আধিকারিক ২/ নির্বাহী বাস্তুকার পি.ডব্লু.ডি. ৩/ নির্বাহী বাস্তুকার পি.ডব্লু.ডি. (সড়ক) ৪/ নির্বাহী বাস্তুকার বা সহ-বাস্তুকার (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) ৫/ আর.টি.ও.
৪/	কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	১/ মুখ্য কৃষি আধিকারিক ২/ নির্বাহী বাস্তুকার (সেচ) ৩/ নির্বাহী বাস্তুকার এগ্রি-ইরিগেশন / এগ্রি-মেকানিকাল ৪/ সহ নিবন্ধক সমবায় সমিতি
৫/	শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি	১/ জেল বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) ২/ জেল বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) ৩/ জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক

		৪/ জেলা তথ্য আধিকারিক ৫/ জেলা যুব আধিকারিক ৬/ জেলা প্রকল্প-আধিকারিক (ডি.পি.ই.পি) ৭/ জেলা শিশু শিক্ষা প্রকল্পের মুখ্য সংযোগকারী আধিকারিক
৬/	নারী, শিশু বিকাশ, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি	১/ জেলা ম্যানেজার ডি.আই.সি. ২/ প্রকল্পাধিকারিক জেলা গ্রামীন-উন্নয়ন শাখা ৩/ জেলা ত্রাণ-আধিকারিক ৪/ জেলা সমাজ-কল্যাণ আধিকারিক ৫/ বিশেষ আধিকারিক তপঃ জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ ৬/ জেলা প্রকল্প-আধিকারিক (সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প)
৭/	বন-ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি	১/ জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ২/ জেলা বনপাল
৮/	মৎস ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি	১/ জেলা মৎস আধিকারিক ২/ মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এফ.এফ.ডি.এ. ৩/ উপ-আধিকর্তা প্রাণী সম্পদ বিকাশ
৯/	খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি	১/ জেলাশাসক বা অতিরিক্ত জেলা শাসক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ২/ আরক্ষাধ্যক্ষ (ডি.ই.বি.) ৩/ জেলা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিক ৪/ জেলা ম্যানেজার এফ.সি.আই.
১০/	ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি	১/ জোনাল ম্যানেজার ডব্লু.বি.এস.ই.বি. ২/ অধীক্ষক বাস্তুকার (ও এবং এম) ডব্লু.বি.এস.ই.বি. ৩/ ডিভিশনাল বাস্তুকার (আর.ই.) ডব্লু.বি.এস.ই.বি. ৪/ ডিভিশনাল বাস্তুকার (ই.এইচ.টি.)(ও এবং এম) ডব্লু.বি.এস.ই.বি. ৫/ ডিভিশনাল বাস্তুকার (ও এবং এম) ৬/ সচিব বিঞ্জান ও প্রযুক্তি বা তাঁর প্রতিনিধি ৭/ অধিকর্তা, (ওযেবরেডা) বা তাঁর প্রতিনিধি ৮/ নির্বাহী আধিকর্তা (সরবরাহ) সি.ই.এস.সি. (কেবলমাত্র উত্তর / দক্ষিন ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলী জেলা পরিষদের জন্য) ৯/ উপ-আধিকর্তা প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ ১০/ জেনারেল ম্যানেজার ডি.আই.সি. ১১/ ম্যানেজার কে.ভি.আই.

বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটি স্থায়ী সমিতির সভায় বিভাগীয় আধিকারিক সরকারী একটি প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়ন সম্পর্কে বা ঐ সংক্রান্ত অর্থ সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা বা পন্থা নিয়ে আলোচনা করেন, আর স্থায়ী সমিতি ও এ ব্যাপারে চটজলদি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার ইতি টেনে দেন। বিষয়টি নিয়ে ব্যপকভাবে জেলার সামগ্রিক পটভূতিতে চিন্তা করা হয় না। এমনো দেখা যায় যে বিভাগীয় আধিকারিকের কোন বক্তব্য না থাকলে স্থায়ী সমিতিতেও কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু থাকেনা। আবার প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দতে টান পড়লে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে তা নিয়েও স্থায়ী সমিতিতে গঠনমূলক আলোচনা হয় না। এই অ-সুস্থ অবস্থাটি কাটানোর জন্য স্থায়ী সমিতির সদস্যদের চিন্তা করতে হবে আলোচনাকে কি করে আরো ইতিবাচক করা যায়। নির্দিষ্ট প্রকল্পের আর্থিক সংকট যেমন শর্তহীন তহবিল (untied fund), নিজস্ব তহবিল বা উপভোক্তাদের নিজস্ব শ্রম / ভাগ (local contribution / beneficiary contribution)ব্যবহার করে কাটনো যেতে পারে, তেমনি জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে, সরকারী প্রকল্পগুলিকে আরো কার্যকরী ভাবে কি করে ব্যবহার করা যায় তার উপায় বার করা যায়। মোট কথা, সরকারী প্রকল্প রূপায়নে স্থায়ী সমিতির ভূমিকা

কি হবে তা না ভেবে, এখন আমাদের ভাবতে হবে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শ এবং মতামত নিয়ে, কিভাবে স্থায়ী সমিতির কর্মসূচীতে সরকারী প্রকল্পগুলিকে সার্থক ভাবে কাজে লাগানো যায় । এই আলোচনার মাধ্যমেই স্থায়ী সমিতির সভাগুলি অর্থবহ এবং কার্যকর হয়ে উঠবে; সদস্যদের অংশগ্রহণও হবে নিবিড় এবং সজীব ।

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

স্থায়ী সমিতির কার্যপদ্ধতি

প্রতিটি স্থায়ী সমিতি কেই নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে, মূলত স্থায়ী সমিতির গঠন গুলি দেখলেই অনুমান করাযায় যে স্থায়ী সমিতিগুলি কি কি কাজের সহিত যুক্ত আছে । প্রতিটি স্থায়ী সমিতি তার জেলার এলাকায় স্ব স্ব কাজগুলি করবে । স্থায়ী সমিতিগুলির সাথে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক দের যুক্ত করা আছে । ফলে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কাজগুলি জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতির দ্বারা পরিচালিত করার সুবিধা হয় । বৎসরের শুরুতেই এই স্থায়ী সমিতি জেলার কি কি কাজ করবে তার একটি পরিচালনা রূপরেখা গ্রহন করা হয় । পরিকল্পনা মাফিক পরবর্তী পর্যায় কাজগুলি রূপায়ন করার এবং তা করতে যে বাধার সম্মুখীন হয় তা নিয়ে স্থায়ী সমিতিগুলি আলোচনা এবং তদারিক করবে ।

বর্তমানে রাজ্যসরকার বিভিন্ন দপ্তরের অনুদানের টাকা (Grant-In-Aid) জেলাপরিষদে দেওয়া হয়েছে । জেলার দপ্তরগুলি এই টাকায় কি কাজ করবে তা নিয়ে স্থায়ী সমিতিতে পরিকল্পনা গ্রহন করে । পরিকল্পনা মতন কাজগুলি যাতে দপ্তরগুলি সুষ্ঠু ভাবে করতে পারে তার বিষয়ে স্থায়ী সমিতি তদারকি করে এবং কাজ শেষ হলে জেলাপরিষদ থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে কাজের টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেবে, প্রতিটি স্থায়ী সমিতির সভার সদস্যদের মধ্যে কাজের বিষয়নিয়ে আলোচনা করতে হবে । সরকারি আধিকারিকগন কাজের পদ্ধতি সরকারি আদেশগুলি ব্যাখ্যা করে অনান্য সদস্যদের অবহিত করার চেষ্টা করবে, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত সদস্যগণ একমত হয়েই নেবেন ।

অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি জেলা পরিষদের সমস্ত আর্থিক বিষয়, বাজেট তৈরি, হিসাব রক্ষণ ও অডিট, সম্পদ সংগ্রহ, জেলা পরিষদের প্রসাসনিক বিষয়, উন্নয়ন পরকল্পনা তৈরি করা, কার্য্যকর এবং মূলায়ণ করা, সরকারি প্রকল্প সমুহ , হাট, বাজার ফেরির পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ ও স্বর্নজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা ইত্যাদি বিষয়গুলির দায়িত্ব পালন করবে ।

পূর্তকার্য্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কালভার্ট, ড্রেন নির্মাণ, বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও সম্পদ রক্ষনাবেক্ষন, গ্রামীন গৃহ গৃহনির্মাণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি ।

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ, পুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা, হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি, প্রথমিক স্বাস্থকেন্দ্র পরিবেশ দূষণরোধ, পরিবার কল্যাণ, বিভিন্ন দাতব্যহাসপাতাল ও ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসক নিয়োগ এবং গ্রমীন স্বাস্থবিধান কর্মসূচি ইত্যাদি কাজগুলির দায়িত্ব ন্যস্ত আছে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির উপর ।

ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত স্থায়ী সমিতি জেলায় ক্ষুদ্রশিল্প গঠন, প্রসার, রক্ষণাবেক্ষনের পরিকল্পনা গ্রহন ও রূপায়নের সহিত যুক্ত । জেলার তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, খাদি ও গ্রামিন উন্নয়ন শিল্পের প্রসার এই স্থায়ী সমিতির কাজের মধ্যে পড়ে । বিদ্যুৎ বিভাগের নীতি, নীতি রূপায়নের জন্য চালু প্রকল্পের সাধারণ জ্ঞান জনসাধারণ কে অবহিত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে এই স্থায়ী সমিতি কাজ করবে । জেলার অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি চিহ্নিত করা এবং জনসাধারণের মধ্যে তার ব্যবহারের জন্য জনসাধারণকে সচেতন ও উৎসাহি করার জন্য পদ্ধতি রূপায়ন করাও এই স্থায়ী সমিতির কাজ ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি দারিদ্র দূরীকরণে বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তির প্রয়োগে মৎস্যচাষে ও প্রানিসম্পদ বিকাশের মাধ্যমে মানুষের আর্থিক উন্নয়নে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে । নতুন ও পতিত জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় এনে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় খাদ্যেপযোগী মাছের উৎপাদন ও যোগান বাড়ানো । মৎস্যজীবিদের কল্যাণ মুখী প্রকল্পের রূপায়ন এই সমিতির কাজের মধ্যে পড়ে । প্রাণিচিকিৎসা ও পালন সক্রান্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতি, অনুসন্ধান, গবেষনা ও বিস্তৃতি এবং দগ্ধোপাদন, দোহ প্রকল্প, মুরগি, হাঁস, খরগোষ ও অন্যান্য পাখিপালন ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সচেতন করে গ্রামে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এই স্থায়ী সমিতির অন্যমত কাজ ।

খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি রেশনিং ব্যবস্থা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ, এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে খাদ্য সরবরাহ রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করে থাকে ।

জেলা পরিষদের বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভূক্ত কাজগুলির মধ্যে আছে বাড়তি জমি চিহ্নিত করণ ও সরকারি জমি বন্টন । বনসৃজন, কৃষি বনসৃজন, জ্বালানি ও পশুখাদ্য চাষের উন্নয়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রভৃতি । সরকারের বননীতির সঙ্গে সংহতি রেখে বনদপ্তর যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে, সেই সমস্ত প্রকল্প রূপায়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা যাতে যথাযথভাবে পালিত হয়, তা দেখা বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ । ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রেও সার্বিক গ্রামীন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামোর ভূমি সংস্কারের সঠিক অবস্থান নির্নয় করে, এই কর্মসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন করাও এই স্থয়ী সমিতির কাজ ।

কৃষি সেচ সমবায় স্থায়ী সমিতি জেলার কৃষি সংক্রান্ত বিষয়, কৃষি শিক্ষা সংক্রান্ত এবং সেচ ও ক্ষুদ্রসেচ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, ভূমি সংরক্ষণ, বনসৃজন, ফলের বাগান এবং কৃষি পণ্য বিক্রয়ের বিষয়ে জনসাধারণের সংগে সংযোগ স্থাপন ও সুষ্টু বিপননের উদ্যোগ গ্রহণ করা কৃষি সেচ সমবায় স্থায়ী সমিতির কাজ । কৃষির বিষয়ে উৎপাদন এবং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারিদের কিভাবে কতটা গুরুত্ব সহকারে কাজে লাগানো যায় তা দেখা এই স্থায়ী সমিতির কাজ । সমবায়ের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন এই স্থায়ী সমিতির আওতার মধ্যে পড়ে । সমাজের যে কোন শ্রেণীর মানুষ তা কৃষকই হোক বা তাঁতি, মৎস্যজীবি, কামার, ছুতোর, শ্রমজীবি সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এই স্থায়ী সমিতির মধ্যে পড়ে ।

নারি ও শিশু উন্নয়ন পঞ্চায়েতের কর্মকান্ডের মধ্যে যে পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে নারিরা অংশগ্রহণ করবেন ঠিকই কিন্তু এই অংশগ্রহণ আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃত করে সামগ্রিক প্রতিরোধ, শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি, যত্ন পরিচর্য্যা, শিক্ষা, চিকিৎসা অর্থাৎ শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য মৌলিক প্রয়োজনগুলি একত্রিত করে তার হাতে পৌঁছে দেওয়া নারী, শিশু বিকাশ, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কাজ । সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, সমাজকল্যাণ - প্রতিবন্ধি কল্যাণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অশক্ত কল্যাণ, তপঃ জাতি / উপজাতি কল্যাণ ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন, অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর এই স্থায়ী সমিতির আওতার মধ্যে পড়ে । সুসংহত গ্রামীন নারি উন্নয়ন কর্মসূচী, গ্রামীন নারী ও শিশু বিকাশ

উন্নয়নে দল গঠন করে নারিকে অর্থনৌতিক এবং সামাজিক স্তরে উন্নততর পর্য্যায়ে পৌছতে সাহায্য করা এই স্থায়ী সমিতির কাজের মধ্যে পড়ে। ত্রাণ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যায় ব্যবস্থাপনায় জরুরি প্রোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এই স্থায়ী সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ ।

সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনের অন্তর্গত একাদশ তফশিলের ১৭ থেকে ২১ ক্রমিক সংখ্যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপ পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভূক্ত কাজ বলে নির্দেশিত হয়েছে - (১) জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা (২) বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা (৩) ছাত্র-কল্যাণ (৪) ক্রীড়া (৫) যুব কল্যাণ (৬) তথ্য-সংস্কৃতি (৭) শিশু শিক্ষা কর্মসূচী (৮) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেলাপরিষদের কর্মোদ্যোগের হিসাব রাখা এবং তা জনসাধারণ ও অন্য সংস্থার কাছে উপস্থাপিত করা এই স্থায়ী সমিতির কাজের মধ্যে পড়ে ।

পঞ্চম শ্রেনীর আগে, বিশেষত দ্বিতীয় শ্রণীতে অনেক ছেলেমেয়ের স্কুল ছেড়ে দেওয়া, তফশিলি জাতি ও আদিবাসি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল পরিত্যাগের উচ্চ হার - এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়া এবং সমাধানের চেষ্টা করা এই স্থায়ী সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ ।

সর্বশিক্ষা অভিযানের জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং গুরত্ব সহকারে রূপায়ন এই স্থায়ী সমিতির কাজ ।

এই স্থায়ী সমিতির অন্যতম কাজগুলি কি কি তা নিচে তুলে ধরা হল :-

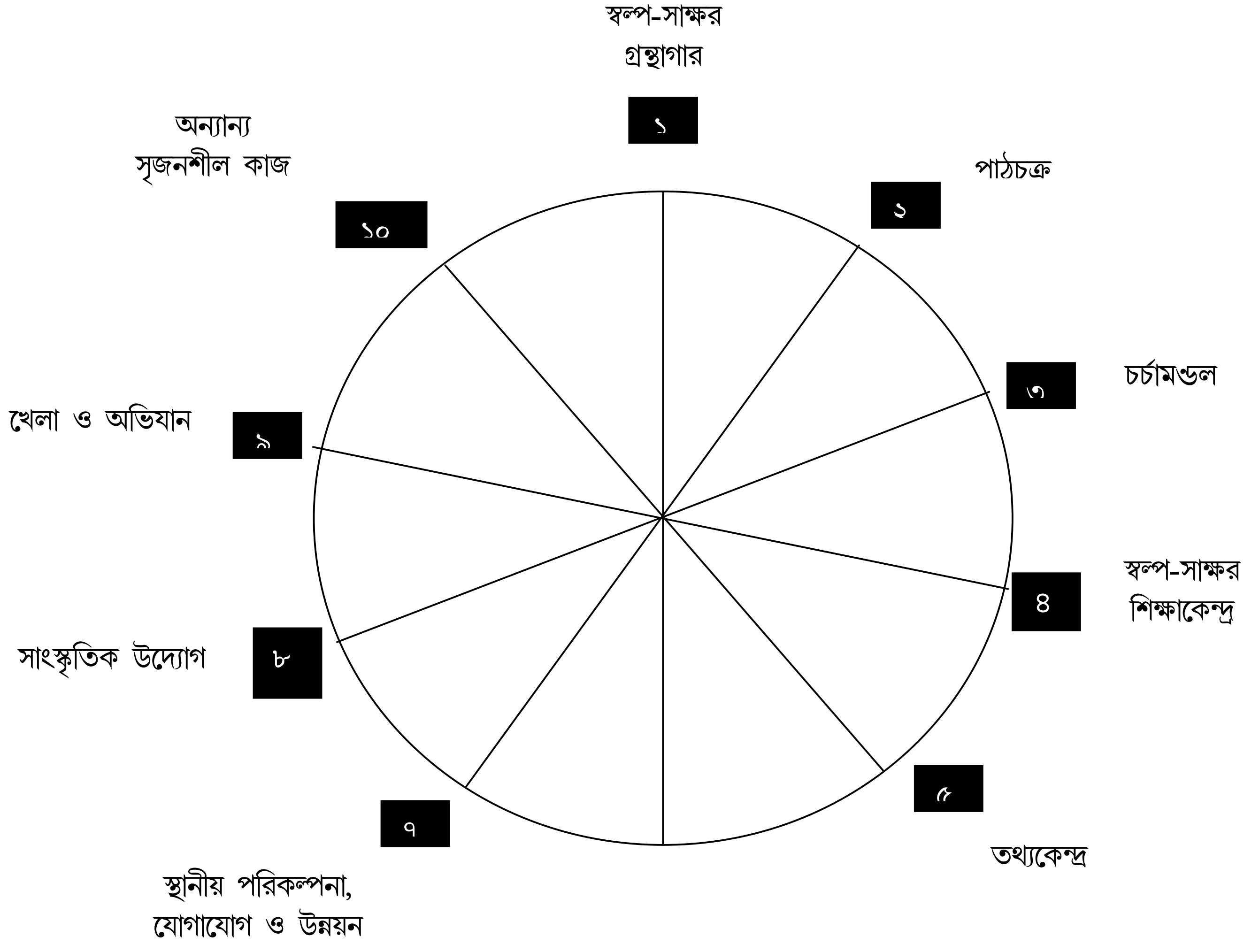

সেবা ও বৃত্তি
প্রশিক্ষণ

জেলা এবং ব্লকস্তরে সরকারি সাহয্যপ্রাপ্ত যে সকল গ্রন্থাগার আছে সেগুলির সুষ্টু পরিচালনা সংক্রান্ত এই স্থায়ী সমিতির অন্তর্গত ।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয় পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং সরকারি পরিকল্পনা রূপায়ন ও এই স্থায়ী সমিতির কাজ । চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বহুমুখি প্রচার অভিযান, জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দান, লোকসংস্কৃতির প্রসারন এবং সংবাদ সংগ্রহ ও সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটিও এই শাখার মাধ্যমে হয়ে থাকে । জেলা পরিষদ স্তরে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের পরিকাঠামো । সংস্কৃতির এই শিবির ও ব্যাপক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ন এই স্থায়ী সমিতির কাজের মধ্যে পড়ে । জেলা এবং ব্লকস্তরে যে সব অনুমোদিত ক্লাব আছে সেই সকল ক্লাবকে ক্রীড়া এবং যুবকল্যান বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে সকল ক্রীড়া প্রেমি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এই স্থায়ী সমিতির কাজ ।

মূল সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ - এই তিন স্তরের নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা, দায়িত্ব কর্তব্য পৃথকভাবে চিহ্নিত থাকলেও এই তিন স্তরের কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় এবং অবিরত যোগসাধন ছাড়া সামগ্রিকভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশ কখনই সম্ভব নয় ।

প্রাথমিক ভাবে ঠিক করা হয়েছে গ্রামসংসদ হয়ে মানুষের উদ্যোগে উঠে আসবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকান্ডের ছক । গ্রামসংসদ থেকে উঠে আসা ভাবনাচিন্তা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত তাঁর পাঁচ বছরের ও একেক বছরের করনীয় কাজগুলি চিহ্নিত করবে । এই ভাবে পঞ্চায়েত সমিতি তার প্রত্যেক স্থায়ী সমিতি তার নিজস্ব বিষয়গুলির উপর করনীয় কাজের খতিয়ান তৈরি করবে । এভাবে প্রতিটি স্থায়ী সমিতি থেকে উঠে আসা ভাবনাচিন্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাবনাচিন্তা জুড়ে তৈরি হবে পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চবার্ষিক বা বার্ষিক কর্মকান্ডের খসড়া । একই ভাবে জেলাপরিষদ / মহকুমা পরিষদ তার কার্য্যধারা টিক করার সময় পঞ্চায়েত সমিতির প্রস্তাবগুচ্ছ, ভাবনাচিন্তা ও স্থায়ী সমিতির কর্মধারার হিসাব জুড়ে তৈরি করবে পাঁচ বছরের বা এক বছরের দলিল ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে জেলাপরিষদ পর্য্যন্ত কার্য্যপরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুত্রে বাঁধা ।

অনুরুপভাবে জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতি গুলি নিজেদের মধ্যে সমন্বয় না রাখতে পারলে আথবা সাময়িকভাবে স্থায়ী সমিতি গুলির সঙ্গে জেলাপরিষদের সমন্বয় না রাখতে পারলে জেলাপরিষদের কার্য্যাবলির মূল লক্ষ (জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা) ব্যাহত হবে ।

আর্থিক ও নির্বাহিক প্রশাসনের বিষয়ে যে সমস্ত সরকারি নিয়ামাবলি বা আদেশনামা আছে জেলাপরিষদ আথবা স্থায়ী সমিতি আথবা সমন্বয় সমিতি সেই সমস্ত নিয়ামাবলি বা আদেশনামার পরিপন্থি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা । জেলাপরিষদের আয় ব্যয় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রতিমাসে জেলা কাউন্সিল কে জমা দিতে হবে । এ বিষয়ে পরিষদ অডিট এবং একাউন্টস আফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে । স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ তাদের এক্তিয়ারভুক্ত কাজ করার জন্য সমন্বয় সমিতির সচিব মারফৎ সরাসরি পত্র প্রেরণ (Correspondence) করতে পারবেন ।

নির্বাহি আধিকারিক / অতিরিক্ত নির্বাহি আধিকারিক স্থায়ী সমিতির প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারবেনা । অন্যদিকে স্থায়ী সমিতি সমস্ত প্রকল্পের প্রশাসনিক এবং আর্থিক অনুমোদন দেওয়ার আগে সেগুলির ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির মতামত নিতে হবে ।

কোন একক সিদ্ধান্ত কখনই যৌথ সিদ্ধান্তকে বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেনা । মনে রাখতে হবে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা নিযুক্ত আধিকারিক একই সংস্থার অংশ এবং পরষ্পরের পরিপূরক - এই মনোভাব নিয়ে সংস্থার কর্মসম্পাদন করাটাই আদর্শ হবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতি, পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতি ও জেলাপরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন, না হলে গ্রামসংসদ থেকে উঠে আসা ভাবনাচিন্তা কোন গুরুত্ব পাবেনা ।

জেলাপরিষদের / মহকুমা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপরোক্ত আলোচনা অনুযায়ি আইন ও নির্দেশাবলির পরিকাঠামোর মধ্যে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা তৌরি কয়বেন, বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকার স্থির করবেন, পারিকল্পনার আর্থিক রূপায়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে ও স্থানীয় সংস্থার (গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি) সংযোগসুত্র গড়ে তুলবেন এবং প্রকল্পগুলি রুপায়নের অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়ন করবেন, অপরদিকে নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মিরা নিয়মিত মুল্যায়নের নিরিখে প্রকল্পগুলির বাস্তবরুপ দেবেন । যদিও জেলা পরিষদের সদশ্যগন প্রকল্প রুপায়নে সক্রিয় অংশগ্রহন করবেন - এটাই কাম্য ।

এক কথায় সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন :-

* স্বচ্ছতা
* ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ
* দায়বদ্ধতা